DEC. 05 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনসিটিবিতে হট টেলিফোন

প্রতিদিন এখন ১০ লাখ বই বিভিন্ন জেলা সদরে যাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রতিদিন এখন ১০ লাখ বই বিভিন্ন জেলা সদরে যাচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল বই ৬৪টি জেলা সদরে পৌছে দেয়ার টার্গেট নিয়েই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০ লাখ বই চলে গেছে। পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাপাখানা এলাকাগুলোকে লোডশেডিংয়ের আওতামুক্ত রাখায় দিন-রাত পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। বই ছাপা হওয়ার পর দ্রুতগতিতে তা জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে। দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিষিদ্ধ হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে এনসিটিবি'র ব্যানার ঝুলিয়ে দিন-রাতই পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ট্রাক ছুটে চলেছে বিভিন্ন জেলায়। পাঠ্যপুস্তক পরিবহন ও বিতরণে যে কোন ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় সরকার সদা তৎপর। সংশ্লিষ্ট যে কেউ কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো যাবে। এজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে 'ন্যাশনাল হট লাইন' স্থাপন করা হয়েছে। এই হট টেলিফোনটির নম্বর হচ্ছে ৯৫৬৫৬৪৪।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই যাতে সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়া যায় সেই গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এই কঠিন কাজের জন্য তিনি যে সময় পেয়েছেন তা খুবই কম। তারপরেও তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ছাপার কাজ

৩-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রতিদিন ১০ লাখ বই বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দ্রুত করার লক্ষ্যে তিনি একাধিকবার বিভিন্ন প্রেসও সরেজমিনে পরিদর্শনে যান। জনাব এহছানুল হক মিলন সাংবাদিকদের জানান, সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা কাজ করে চলেছি। আসন্ন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক সময়মত শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছে দেয়ার বিষয়টিকে সর্বাত্মক গুরুত্ব দিয়েছি। আমি নিজে ৬৪টি জেলার ডিসির সাথে কথা বলে চলেছি। দক্ষিণাঞ্চলের একজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘুষ দাবী করায় তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। পুরান ঢাকায় পাঠ্যপুস্তক বহনকারী ট্রাকে চাঁদাবাজি করতে আসা কয়েক সন্ত্রাসীকে খবর পাওয়ার সাথে সাথে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোটকথা আমরা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এছাড়া নিম্নমানের পজেটিভ যারা দিয়েছিল তাদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভাল কাজের জন্য আমরা তাদেরকে পুরস্কৃত করব। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আগামী বছর কাজের সময় অগ্রাধিকার পাবে। আমরা চাই না এনসিটিবি এবং প্রিন্টিং প্রেসের মাঝামাঝি কোন দালালের অস্তিত্ব থাকুক। তিনি পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত পৌছানোর ব্যাপারে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এহছানুল হক মিলন বলেন, পাঠ্যপুস্তক থেকে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাদ পড়েনি। তাকে কখন, কে, কোথায়, কিভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল তাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে তাকে 'জাতির পিতা' নির্ধারণের দায়িত্ব কেউ আমাকে দেয়নি। তা নির্ধারণ করা না করার মালিক হচ্ছে জাতীয় সংসদ, সর্বোপরি জনগণ। আমরা কাউকে ছোট কিংবা বড় করিনি। জাতীয় নেতা হিসেবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ জিয়াউর রহমানের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে।